তথ্যচিত্র প্রতিবেদন · 09 SEPTEMBER 2026

রক্তিম শীত

ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানে ২০২৫-২৬ সালের অভ্যুত্থানের দমন: একটি তথ্যচিত্র প্রতিবেদন

42,000+	**100,000+**	**200+**	**৮-৯ জানুয়ারি**
নিহত বিক্ষোভকারী	আটককৃত	শহর, সমস্ত ৩১টি প্রদেশ	সবচেয়ে মারাত্মক রাতগুলি

iranholocaust.org-এর পাবলিক আর্কাইভ থেকে সংকলিত। স্বাধীন ডকুমেন্টেশন প্রকল্প; কোনো সরকার, রাজনৈতিক দল বা বিরোধী সংগঠনের সাথে সংযুক্ত নয়। CC BY 4.0 এর অধীনে প্রকাশিত।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

২০২৫ সালের ডিসেম্বরের শেষ থেকে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরান তার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ধারাবাহিক প্রতিবাদ আন্দোলনের মুখোমুখি হয়েছিল। ৩১টি প্রদেশের ২০০টিরও বেশি শহরে রেকর্ড করা বিক্ষোভের মোকাবিলা করা হয়েছিল সরাসরি গুলি, গণগ্রেফতার এবং ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে আটক প্রতিবাদকারীদের দ্রুত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার মাধ্যমে।

এই প্রতিবেদনটি iranholocaust.org-এর সংগ্রহশালায় রক্ষিত জনস্বার্থমূলক রেকর্ডগুলিকে একত্রিত করেছে: বিক্ষোভের কালানুক্রম, ২০২৬ সালের ৮ ও ৯ জানুয়ারির রাতের ঘটনাগুলি, স্বাধীন পর্যবেক্ষকদের সংকলিত হতাহতের ও আটকের সংখ্যা, দমন অভিযান পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিদেশী সরকার ও বহুপাক্ষিক সংস্থাগুলির প্রতিক্রিয়া। প্রতিটি বিভাগ সংগ্রহশালার সংশ্লিষ্ট প্রকাশিত পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া হয়েছে, যেখানে প্রতি-আইটেম উৎস উল্লেখ করা আছে।

এখানে উল্লেখিত পরিসংখ্যানগুলি ইন্টারনেট সীমাবদ্ধতা, রুদ্ধদ্বার আদালত এবং স্বাধীন তদন্তকারীদের প্রবেশাধিকার অস্বীকারের পরিস্থিতিতে সংকলিত অনুমান। এগুলিকে একটি সুনির্দিষ্ট মোট না হয়ে নথিভুক্ত ন্যূনতম হিসাবে পড়া উচিত; সীমাবদ্ধতাগুলি ৭ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

মূল অনুসন্ধান

1. নিয়মিত জনতা নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসাবে নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে মারাত্মক শক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল, এটি সহিংসতার প্রতি ব্যতিক্রমী প্রতিক্রিয়া ছিল না।
2. ২০২৬ সালের ৮ ও ৯ জানুয়ারির রাতগুলি বিদ্রোহের সবচেয়ে মারাত্মক রেকর্ডকৃত সময় চিহ্নিত করে, যেখানে গিলান প্রদেশের রশতে একক রাতের সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রাণহানি রেকর্ড করা হয়েছে।
3. বন্ধ বিচারপ্রক্রিয়ার পর মৃত্যুদণ্ড, যেখানে আসামীদের পছন্দের আইনজীবীর অনুপস্থিতি ছিল এবং আসামীরা স্বীকারোক্তি জোরপূর্বক আদায় করা হয়েছিল বলে জানিয়েছিল, সেই সময়কাল জুড়ে অব্যাহত ছিল।
4. সবচেয়ে ব্যাপক অভিযানের সাথে সঙ্গতি রেখে যোগাযোগ বন্ধ করা হয়েছিল, যা সমসাময়িক নথিভুক্তি দমন করে এবং রেকর্ডকৃত হতাহতের সংখ্যা হ্রাস করে।
5. আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া মূলত ঘোষণামূলক ছিল। উদ্বেগের বিবৃতিগুলি খুব কমই কাঠামোগত নিষেধাজ্ঞা, সম্পর্ক অবনমন বা জবাবদিহিতা প্রক্রিয়ায় রেফারেলের সাথে মিলেছিল।
6. রাষ্ট্রের নকশা অনুযায়ী প্রমাণের ভিত্তি অসম্পূর্ণ। স্বাধীন পর্যবেক্ষক, পরিবার এবং প্রবাসী নেটওয়ার্কগুলিই প্রাথমিক ডকুমেন্টেশন চ্যানেল হিসাবে রয়ে গেছে।

সূচিপত্র

১. পটভূমি: কিভাবে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল
২. বিক্ষোভের কালানুক্রম
৩. ২০২৬ সালের ৮-৯ জানুয়ারির রাতগুলি
৪. হতাহত, আটক এবং মৃত্যুদণ্ড
৫. দমনের যন্ত্রসমূহ
৬. আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া
৭. পদ্ধতি এবং সীমাবদ্ধতা
প্লেট: মৃতদের নাম
৮. সুপারিশসমূহ
সংযুক্তি: সূত্র এবং ডেটাসেট

বিষয়বস্তু নোট: এই প্রতিবেদনে হত্যা, নির্যাতন, হেফাজতে মৃত্যু, যৌন সহিংসতা এবং মৃত্যুদণ্ড, নাবালকসহ, বর্ণনা করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১

পটভূমি: কিভাবে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল

বর্তমান অভ্যুত্থানের পেছনের কারণ, এটি পূর্ববর্তী প্রতিবাদ তরঙ্গ থেকে কীভাবে আলাদা, এবং রাষ্ট্র কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর। ইরানিরা প্রতিবাদ করছে কারণ চার দশকের অভিযোগ একত্রিত হয়েছে: বাধ্যতামূলক হিজাব ও নারীদেহের ওপর পুলিশি নজরদারি, ব্যাপক মৃত্যুদণ্ড, ভেঙে পড়া অর্থনীতি, এবং পানি ও বিদ্যুতের মতো মৌলিক চাহিদার অভাব। বর্তমান তরঙ্গটি ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে শুরু হয় এবং ২০০টিরও বেশি শহরে ছড়িয়ে পড়ে, যার মুখোমুখি হয় গুলি, ব্যাপক গ্রেপ্তার ও ইন্টারনেট বন্ধের মাধ্যমে।

লোকেরা কী নিয়ে প্রতিবাদ করছে?

- **বাধ্যতামূলক হিজাব ও নারীদের ওপর পুলিশি নজরদারি।** দ্য গাইডেন্স প্যাট্রোল, গাড়ি ও কর্মক্ষেত্রে নারীদের নজরদারি, এবং মাহসা আমিনি ২০২২ সালে তাঁর মৃত্যু ব্যক্তিগত জীবনের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হিসেবে রয়ে গেছে।
- **মৃত্যুদণ্ড।** ইরান চীন ছাড়া অন্য যেকোনো দেশের চেয়ে বেশি লোককে মৃত্যুদণ্ড দেয়, যার মধ্যে সংক্ষিপ্ত বিচারের পর দোষী সাব্যস্ত প্রতিবাদকারীরাও রয়েছে। দেখুন মৃত্যুদণ্ড.
- **অর্থনৈতিক পতন।** মুদ্রার অবমূল্যায়ন, মূল্যস্ফীতি এবং অবৈতনিক মজুরি বেতনভোগী মধ্যবিত্তের একটি বড় অংশকে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে।
- **অবকাঠামোগত ব্যর্থতা।** ঘূর্ণায়মান লোডশেডিং, শীতকালে গ্যাসের ঘাটতি এবং তীব্র পানির সংকট প্রাদেশিক শহরগুলিতে প্রতিবাদ সৃষ্টি করেছে, যেগুলি আগের ঢেউগুলিতে নীরব ছিল।
- **পরিবর্তনের কোনো পথ নেই।** যাচাইকৃত নির্বাচন, কারারুদ্ধ আইনজীবী এবং বন্ধ সংবাদপত্র রাস্তাকেই একমাত্র অবশিষ্ট মাধ্যম হিসেবে রেখে দিয়েছে।

বর্তমান প্রতিবাদ কখন শুরু হয়েছিল?

দ্য ক্রিমসন উইন্টার বিদ্রোহ শুরু হয় ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে এবং ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়। ৮ এবং ৯ জানুয়ারি ২০২৬ রাতে একক দিনের সর্বোচ্চ মৃত্যুর সংখ্যা দেখা যায়, যার মধ্যে রাশত সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শহর ছিল।

এটি ২০০৯, ২০১৯ এবং ২০২২ থেকে কীভাবে আলাদা?

ঢেউ	ট্রিগার	মূল দাবি
২০০৯ সবুজ আন্দোলন	বিতর্কিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচন	ব্যবস্থার মধ্যে সংস্কার
২০১৯ আবান	পেট্রোলের দাম বৃদ্ধি	অর্থনৈতিক ত্রাণ; তারপর শাসন পরিবর্তন
২০২২ নারী, জীবন, স্বাধীনতা	মাহসা আমিনির মৃত্যু	বাধ্যতামূলক হিজাব এবং ধর্মগুরু শাসনের অবসান
২০২৫–২০২৬ ক্রিমসন উইন্টার	ক্রমবর্ধমান: দাম, লোডশেডিং, মৃত্যুদণ্ড	ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের অবসান

২০২৬ সালের ইরানি অভ্যুত্থান — ক্রিমসন উইন্টার: সময়রেখা, শহর, হতাহত এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্রের দমন।

অভ্যুত্থান।

সাতচল্লিশ বছরের রাষ্ট্রীয় সহিংসতার ইতিহাস, চৌদ্দটি অধ্যায়ে — রেফাহ স্কুলের ছাদ থেকে রাশত-এর রাজপথ পর্যন্ত।

উৎস — নিপীড়নের স্থাপত্য।

১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯-এর রাতে, খোমেইনীর প্রত্যাবর্তনের তিন দিন পর, শাহের সেনাবাহিনীর চারজন জেনারেলকে তেহরানের রেফাহ স্কুলের ছাদে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁদের বিচার করেন **সাদেক খালখালি**, "জল্লাদ বিচারক" নামে পরিচিত, তাঁর নেতৃত্বাধীন এক ব্যক্তির বিপ্লবী আদালতে। দশ মাসের মধ্যে নতুন রাষ্ট্র ৫০০ জনেরও বেশি মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ — বিপ্লবী আদালত, নীতি পুলিশ, আইআরজিসি, মৃত্যু কমিটি — সেই প্রথম মাসগুলোতেই তৈরি হয়েছিল।

সূত্র: বোরুমান্ড সেন্টার, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল (১৯৮০), এরভান্দ আব্রাহামিয়ান, *টর্চার্ড কনফেশনস*।

ত্রাসের রাজত্ব।

২০ জুন, ১৯৮১-এর গণবিক্ষোভ চূর্ণবিচূর্ণ করার পর, শাসকগোষ্ঠী বামপন্থী, তুদেহ পার্টি, স্বাধীন বামপন্থী দল এবং **বাহাই সম্প্রদায়ের** উপর চড়াও হয়। অ্যামনেস্টি শুধু ১৯৮১ সালেই কমপক্ষে ২,৯৪৬টি মৃত্যুদণ্ডের নথিভুক্ত করে; আসল সংখ্যা আরও বেশি। এভিনের কৌঁসুলি **আসাদুল্লাহ লাজেভার্দি** গণনির্যাতন ও মৃত্যুদণ্ডের স্থপতি হয়ে ওঠেন। ১৯৮২ সালের মধ্যে বেশিরভাগ প্রধান বিরোধী সংগঠন ধ্বংস হয়ে যায়, তাদের নেতাদের হত্যা করা হয়, এবং সদস্যরা আত্মগোপনে বা নির্বাসনে যেতে বাধ্য হন।

সূত্র: অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, বোরুমান্ড সেন্টার, বাহাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়।

কারাগারের গণহত্যা।

১৯৮৮ সালের জুলাই মাসের শেষের দিকে খোমেইনীর গোপন ফতোয়ার পর, এভিন, গোহরদাশত এবং সারাদেশের কারাগারগুলিতে "মৃত্যু কমিটি" রাজনৈতিক বন্দীদের — যাদের বেশিরভাগই ইতিমধ্যে সাজা খাটছিলেন — কয়েক মিনিটের জন্য জেরা করে। যারা তাদের বিশ্বাস ত্যাগ করতে অস্বীকার করে, তাদের ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। দুই মাস ধরে কার্যকর করা মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যা ৪,৫০০ থেকে ৩০,০০০-এর বেশি বলে অনুমান করা হয়। মৃতদেহগুলিকে **খাভারান** এবং অন্যান্য স্থানে বেনামী গণকবরে সমাধিস্থ করা হয়; আজও পরিবারগুলিকে তাদের মৃতদের জন্য শোক পালন করতে দেওয়া হয় না।

গ্র্যান্ড আয়াতুল্লাহ **হোসেইন-আলি মোন্তাজেরি**, তৎকালীন খোমেইনীর মনোনীত উত্তরাধিকারী, এই হত্যাকাণ্ডের বিরোধিতা করেছিলেন: *"ইসলামি প্রজাতন্ত্রের সবচেয়ে বড় অপরাধ, যার জন্য ইতিহাস আমাদের নিন্দা করবে, তা আপনার নির্দেশে সংঘটিত হয়েছে।"* তাঁকে উত্তরাধিকার থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

সূত্র: অ্যামনেস্টি: রক্তে ভেজা গোপনীয়তা (২০১৮), ইরান মানবাধিকার ডকুমেন্টেশন সেন্টার।

ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ড।

১৯৮৮ থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে ইরানের অভ্যন্তরে কয়েক ডজন ভিন্নমতাবলম্বী, বুদ্ধিজীবী এবং লেখককে গোয়েন্দা মন্ত্রণালয়ের এজেন্টরা হত্যা করে। **দারিয়ুশ ফোরুহার ও পারভানেহ এস্কান্দারি** (২২ নভেম্বর, ১৯৯৮), **মোহাম্মদ জাফর পৌয়ান্দেহ** এবং **মোহাম্মদ মোখতারি**-র হত্যাকাণ্ড অবশেষে রাষ্ট্রকে স্বীকার করতে বাধ্য করে। রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া ছিল একজন উপমন্ত্রী, **সায়ীদ ইমামি**-কে "প্রধান অপরাধী" হিসেবে চিহ্নিত করা; তিনি ১৯৯৯ সালে ডিটেনশনে মারা যান, সরকারিভাবে চুল অপসারণের ক্রিম পান করে আত্মহত্যা বলে ঘোষণা করা হয়।

অনুচ্ছেদ ২

বিক্ষোভের কালানুক্রম

কীভাবে শুরু হলো ক্রিমসন শীত: রিয়ালের পতন, বাজারের ধর্মঘট এবং ডিসেম্বর ২০২৫-এর প্রথম ব্ল্যাকআউট।

ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাণঘাতী মাস যে অভ্যুত্থানের জন্ম দিয়েছে, তা ৮ জানুয়ারি শুরু হয়নি। এটি শুরু হয়েছিল পাঁচ সপ্তাহ আগে, একটি মুদ্রার পতন এবং বন্ধ বাজারের মধ্যে দিয়ে। এই পৃষ্ঠাটি ডিসেম্বর ২০২৫-কে তার নিজস্ব পরিভাষায় নথিভুক্ত করে।

কতজন নিহত হয়েছিল? সম্পূর্ণ দেখুন ইরানের মৃত্যুর সংখ্যা ট্র্যাকার — যাচাইকৃত নামসহ গণনা, সরকারি পরিসংখ্যান এবং তাদের মধ্যে ব্যবধান, সময়কাল অনুযায়ী।

দিনে দিনে

ডিসেম্বরের শুরু	**রিয়ালের পতন** মুদ্রা ডলারের বিপরীতে ১২০,০০০ টোমানের নিচে নেমে গেল। রুটি, ওষুধ এবং জ্বালানির দাম সাপ্তাহিকভাবে বাড়তে লাগল। তেহরান, কারাজ এবং ইসফাহানে প্রতিদিন ছয় থেকে আট ঘণ্টা বিদ্যুৎ বিভ্রাট ছিল স্বাভাবিক।
ডিসেম্বরের মাঝামাঝি	**বাজারের ধর্মঘট শুরু** তেহরানের গ্র্যান্ড বাজারের ব্যবসায়ীরা বিনিময় হার এবং আমদানি ছাড়পত্রের প্রতিবাদে দোকান বন্ধ করে দিলেন। কয়েক দিনের মধ্যে ধর্মঘট তাবরিজ, ইসফাহান এবং মাশহাদে ছড়িয়ে পড়ল।
ডিসেম্বরের শেষ	**দাম থেকে ব্যবস্থায়** স্লোগান জীবনযাত্রার ব্যয় থেকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চলে গেল। ১৮০টিরও বেশি শহরে প্রতিবাদের খবর পাওয়া গেল। ট্রাকচালক এবং পেট্রোকেমিক্যাল ঠিকাদারি শ্রমিকরা ধারাবাহিক কর্মবিরতিতে যোগ দিলেন।
২৮–৩১ ডিসেম্বর	**প্রথম মৃত্যু এবং প্রথম ব্ল্যাকআউট** কয়েকটি প্রাদেশিক শহরে নিরাপত্তা বাহিনী জনতার ওপর গুলি চালায়। কুর্দি ও বেলুচ প্রদেশে রাতে মোবাইল ইন্টারনেটের গতি সীমিত করে দেওয়া হয়—যে প্যাটার্নটি জানুয়ারির হত্যাকাণ্ডের আগে দেখা গিয়েছিল।

ডিসেম্বর কেন গুরুত্বপূর্ণ

জানুয়ারির হত্যাকাণ্ড সাধারণত ৮ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে বলে রিপোর্ট করা হয়। কিন্তু তা নয়। ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসেই বিক্ষোভের চরিত্র বদলে যায়: বিনিময় হার নিয়ে বাজার ধর্মঘট থেকে তা রাষ্ট্রব্যবস্থাবিরোধী জাতীয় আন্দোলনে রূপ নেয় এবং পুলিশের নিয়ন্ত্রণ থেকে তা প্রথমবারের মতো সরাসরি গুলি ও আঞ্চলিক ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের দিকে মোড় নেয়। 'টু নাইটস'-এর প্রতিটি উপাদান ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে মহড়া দেওয়া হয়েছিল।

এটি ভৌগোলিক ব্যাপারটাও ব্যাখ্যা করে। বিদ্রোহ উত্তর তেহরানে শুরু হয়নি। এটি শুরু হয়েছিল বাণিজ্যিক এলাকা ও প্রদেশগুলোতে—রাশত, নিশাপুর, মার্ভদাশত, জাভানরুদ, আজনাহ, কেরমানশাহ—যেসব জায়গায় কোনো সংবাদদাতা অফিস নেই এবং ব্যান্ডউইথও নেই।

ডিসেম্বরে কী গণনা করা হয়েছিল

কোনো মনিটর ডিসেম্বর-নির্দিষ্ট কোনো পরিসংখ্যান প্রকাশ করেনি। এইচআরএএনএ-র যাচাইকৃত 'ক্রিমসন উইন্টার' তালিকা, যা ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ ৭,০০৭ জন নিশ্চিত মৃত্যুর মাধ্যমে বন্ধ হয়, সেটি ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের শেষভাগকে সময়কালের শুরু হিসেবে ধরে। সরকারি গণনা অনুযায়ী ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ প্রকাশিত ৩,১১৭ জনের সংখ্যাও একই সময়কাল কভার করে।

২০২৬ সালের জানুয়ারিতে ইরানে কী ঘটেছিল: ক্রিমসন উইন্টার প্রতিবাদ, ৮-৯ জানুয়ারির দুই রাত, রাশ্ত হত্যাকাণ্ড এবং প্রতিটি প্রকাশিত মৃতের সংখ্যার তারিখ-সহ বিবরণ।

সম্পর্কিত: ইসরায়েল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান — ইরানিরা হামলাগুলোকে কীভাবে দেখেছিল: ২০২৫ সালের জুনের বারো দিনের যুদ্ধ, ২০২৬ সালের অপারেশন এপিক ফিউরি, লক্ষ্যবস্তুর তালিকা এবং যেসব বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন।

একত্রিশ দিনে, দাম ও বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিয়ে শুরু হওয়া একটি প্রতিবাদ আন্দোলন ১৯৭৯ সালের পর ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ও তার নিজ নাগরিকদের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক সংঘর্ষে পরিণত হয়। এই পাতায় দিনে দিনে কী ঘটেছিল তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং প্রতিটি প্রকাশিত মৃতের সংখ্যা পাশাপাশি রাখা হয়েছে, যাতে পাঠকরা দেখতে পারেন কোথায় তাদের মধ্যে অমিল রয়েছে।

দিনে দিনে

৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ - ৩ জানুয়ারি ২০২৬	**দমন-পীড়নের আগে** অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ৮টি প্রদেশের ১৩টি শহরে কমপক্ষে ২৮ জন প্রতিবাদকারী ও পথচারী নিহত হওয়ার তথ্য নথিভুক্ত করেছে। ইলাম প্রদেশের মালেকশাহীতে, রেজা আজিমজাদেহ, লতিফ করিমি, মেহদি ইমামিপুর, ফারেস (মোহসেন) আগা মোহাম্মদি এবং মোহাম্মদ রেজা কারামি বাসিজ ঘাঁটির ভেতর থেকে আইআরজিসি বাহিনীর গুলিতে নিহত হন। লোরেস্তান প্রদেশের আজনায়, ওয়াহাব মুসাভি, মোস্তফা ফালাহি, শায়ান আসাদোল্লাহি, আহমদরেজা আমানি, রেজা মোরাদি আবদোলভান্দ এবং তাহা সাফারি - ষোল বছর বয়সী, তার মৃতদেহ পরিবারের কাছে ফেরত দেওয়া হয়নি - নিহত হন।
৩ জানুয়ারি	**শীর্ষস্থানীয়ের সংকেত** আলি খামেনেয়ি প্রকাশ্যে বলেছেন যে “বিদ্রোহীদের তাদের জায়গায় বসিয়ে দেওয়া উচিত।”
৫ জানুয়ারি	**কোনো ছাড় নয়** বিচার বিভাগের প্রধান দেশব্যাপী প্রসিকিউটরদের আটক প্রতিবাদকারীদের প্রতি “কোনো ছাড় না দেখানোর” নির্দেশ দিয়েছেন।
৮ - ৯ জানুয়ারি	**দুই রাত** রাষ্ট্র পুলিশি নিয়ন্ত্রণ থেকে পূর্ণ সামরিক দমনে চলে যায়। আইআরজিসি নিরস্ত্র বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী বল প্রয়োগের স্পষ্ট আদেশ পায়। স্নাইপার, সাঁজোয়া কর্মীবাহী বাহন এবং হেলিকপ্টার নজরদারি মোতায়েন করা হয়; চিকিৎসা সুবিধাগুলি লক্ষ্যবস্তু করা হয় এবং আহত প্রতিবাদকারীদের চিকিৎসা করা ডাক্তারদের গ্রেপ্তার করা হয়। রাশ্তে, এইচআরএএনএ কমপক্ষে ৩৯২ জন নিহত হওয়ার তথ্য নথিভুক্ত করেছে, যাদের অধিকাংশই ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট আরোপের পর নিহত হন। দুই রাতের পূর্ণ বিবরণ পড়ুন।
২২ জানুয়ারি	**জাতিসংঘের অনুমান** মাই সাতো, ইরানে মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক, বলেছেন নিহতের সংখ্যা ২০,০০০ ছাড়িয়ে যেতে পারে।
২২ - ২৪ জানুয়ারি	**ফাঁস হওয়া অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদন** আইআরজিসি গোয়েন্দা সংস্থার অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদনে মৃতের সংখ্যা ৩৩,০০০-৩৬,৫০০ ধরা হয়েছে। একটি ফাঁস হওয়া সংসদীয় প্রতিবেদনে ২৭,৫০০ উল্লেখ করা হয়েছে।
২৫ জানুয়ারি	**দুটি প্রকাশনা, দুটি সংখ্যা** ইরান ইন্টারন্যাশনাল ৪০০টিরও বেশি শহর কভার করে সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের ফাঁস হওয়া নথি প্রকাশ করেছে। টাইম ম্যাগাজিন শুধুমাত্র ৮-৯ জানুয়ারির জন্য বেসামরিক হাসপাতালে নিবন্ধিত ৩০,৩০৪টি প্রতিবাদ-সম্পর্কিত মৃত্যুর একটি তালিকা প্রকাশ করেছে, দুইজন সিনিয়র ইরানি কর্মকর্তার বরাত দিয়ে যারা বলেছেন যে প্রশাসনের “বডি ব্যাগ ফুরিয়ে গিয়েছিল” এবং তারা “অ্যাম্বুলেন্সের পরিবর্তে সেমি-ট্রেলার ট্রাক” ব্যবহার করেছিল।
১ ফেব্রুয়ারি	**সরকারি গণনা** পেজেশকিয়ান সরকার ৩,১১৭ জন নিহতের একটি সংখ্যা প্রকাশ করেছে, যার মধ্যে প্রায় ২১৪ জন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য রয়েছে।
২৩ ফেব্রুয়ারি	**ক্রিমসন উইন্টার প্রতিবেদন** এইচআরএএনএ ৭,০০৭ জন নিশ্চিত মৃত্যুর একটি যাচাইকৃত নামের তালিকা প্রকাশ করেছে - ৬,৪৮৮ জন প্রাপ্তবয়স্ক বিক্ষোভকারী, ২৩৬ জন নাবালক, ২০৭ জন নিরাপত্তা কর্মী এবং ৭৬ জন অংশগ্রহণকারী নন - যেখানে ১১,৭৪৪টি মামলা এখনও পর্যালোচনাধীন। ইরান ইন্টারন্যাশনাল স্বাধীনভাবে ৬,৬৩৪টি নাম সংকলন করেছে।

প্রকাশিত প্রতিটি মৃত্যুর সংখ্যা

ইরানের ভেতরে কোনো স্বাধীন তদন্তের অনুমতি দেওয়া হয়নি। ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত জনসমক্ষে থাকা এই পরিসংখ্যানগুলি তাদের উৎসসহ দেওয়া হলো।

উৎস	নিহত	টীকা
ইরান সরকার (১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)	3,117	সরকারি গণনা, যার মধ্যে প্রায় ২১৪ জন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য রয়েছে
এইচআরএএনএ, *ক্রিমসন উইন্টার* (২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)	7,007	যাচাইকৃত নামের তালিকা; ১১,৭৪৪টি মামলা এখনও পর্যালোচনাধীন
ইরান ইন্টারন্যাশনাল (নামের তালিকা)	6,634	স্বাধীনভাবে সংকলিত নাম
জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক (২২ জানুয়ারি ২০২৬)	20,000+	সম্ভাব্য সর্বনিম্ন সংখ্যা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যাচাইকৃত গণনা নয়
ফাঁস হওয়া সংসদীয় প্রতিবেদন	27,500	অযাচাইকৃত ফাঁস
টাইম (২৫ জানুয়ারি ২০২৬)	30,304	শুধুমাত্র ৮-৯ জানুয়ারির জন্য হাসপাতালের নিবন্ধন
ফাঁস হওয়া আইআরজিসি গোয়েন্দা প্রতিবেদন	33,000-36,500	অযাচাইকৃত ফাঁস, ৪০০টিরও বেশি শহর

ইরান ইন্টারন্যাশনাল তার তালিকা এবং সরকারের তালিকার মধ্যে ১০০টিরও কম সাধারণ নাম খুঁজে পেয়েছে। স্বাধীন তদন্তে যে সংখ্যাই টিকে থাকুক না কেন, সর্বনিম্ন বিশ্বাসযোগ্য ফাঁস ইতিমধ্যেই ৮-৯ জানুয়ারি ২০২৬-কে আধুনিক ইরানের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাণঘাতী দুই দিনের দমনপীড়নের ঘটনা করে তুলেছে।

যে মাসে সংখ্যাগুলো নির্ধারিত হলো, রাষ্ট্রপতি ক্ষমা চাইলেন এবং যুদ্ধ শুরু হলো।

সম্পর্কিত: ইসরায়েল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান — ইরানিরা হামলাগুলোকে কীভাবে দেখেছিল: জুন ২০২৫-এর বারো দিনের যুদ্ধ, ২০২৬-এ অপারেশন এপিক ফিউরি, লক্ষ্যবস্তুতে হামলার রেকর্ড এবং তবুও নিহত বেসামরিক নাগরিকরা।

ফেব্রুয়ারি ২০২৬ লাল শীতের সমাপ্তি ঘটিয়ে অন্য কিছু শুরু করেছিল। এই পৃষ্ঠাটি মাসটিকে দিনে দিনে নথিভুক্ত করে: এতে প্রকাশিত প্রতিদ্বন্দ্বী মৃত্যুর সংখ্যা, ইসলামি প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসে প্রথম রাষ্ট্রপতির ক্ষমাপ্রার্থনা এবং এর শেষ দিনে শুরু হওয়া সামরিক অভিযান।

দিনে দিনে

১ ফেব্রুয়ারি	**সরকারি গণনা** পেজেশকিয়ান সরকার ৩,১১৭ জনের মৃত্যুর একটি সংখ্যা প্রকাশ করেছে, যার মধ্যে প্রায় ২১৪ জন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য — এটি রাষ্ট্রের প্রথম এবং একমাত্র জাতীয় সংখ্যা।
ফেব্রুয়ারির শুরুর দিকে	**প্রতিবাদ হিসেবে জানাজা** জানুয়ারিতে নিহতদের চল্লিশা স্মরণসভা রাশত, কেরমানশাহ, জাভানরুদ এবং নিশাপুরে জনসমাগম টানে। কয়েকটি সভা গুলি করে ছত্রভঙ্গ করা হয়, যার ফলে আরও মৃত্যু এবং আরও জানাজা হয়।
১১ ফেব্রুয়ারি	**পেজেশকিয়ানের ক্ষমাপ্রার্থনা** ১৯৭৯ সালের বিপ্লবের বার্ষিকীতে, রাষ্ট্রপতি মাসুদ পেজেশকিয়ান প্রকাশ্যে জাতির কাছে ক্ষমা চেয়েছেন — অপরাধীর নাম উল্লেখ না করে, তদন্ত শুরু না করে বা কোনো বন্দীকে মুক্তি না দিয়ে।
ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি	**মৃত্যুদণ্ড কার্যকর পুনরায় শুরু** প্রতিবাদ-সম্পর্কিত মৃত্যুদণ্ডের রায় বিপ্লবী আদালতের মাধ্যমে এগিয়ে যায়। নজরদারি গ্রুপগুলোর মতে, আটকের সংখ্যা ১,০০,০০০ ছাড়িয়ে যায়, যেখানে আইনজীবী এবং চিকিৎসকরাও আটকদের মধ্যে ছিলেন।
২৩ ফেব্রুয়ারি	**HRANA তার তালিকা বন্ধ করে** HRANA ক্রিমসন উইন্টারের জন্য ৭,০০৭টি নিশ্চিত মৃত্যু প্রকাশ করে: ৬,৪৮৮ জন বিক্ষোভকারী, ২৩৬ জন নাবালক, ২০৭ জন নিরাপত্তা কর্মী এবং ৭৬ জন নিরপরাধ দর্শক, আরও ১১,৭৪৪টি মামলা পর্যালোচনাধীন রয়েছে।
২৮ ফেব্রুয়ারি	**অপারেশন এপিক ফিউরি** আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েল ইরানের বিরুদ্ধে একটি যৌথ সামরিক অভিযান শুরু করে — প্রথম বারো ঘন্টায় প্রায় ৯০০টি হামলা। সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনেয়ি প্রথম তরঙ্গেই নিহত হন। দ্বিতীয়বারের মতো সারা দেশে ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট হয়।

হতাহতের সংখ্যা, পাশাপাশি

ফেব্রুয়ারি সেই মাস যখন সংখ্যাগুলো জনরেকর্ডে স্থির হয় — এবং সেই মাস যখন এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তারা কখনো একমত হবে না।

সরকার, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	**3,117** — পেজেশকিয়ান সরকারের সরকারি গণনা, যার মধ্যে প্রায় ২১৪ জন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য।
ইরান ইন্টারন্যাশনাল	**6,634** নামসহ নিহত, স্বাধীনভাবে সংকলিত। সরকারের তালিকার সাথে ১০০টিরও কম নামের মিল রয়েছে।
HRANA, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	**7,007** যাচাইকৃত মৃত্যু; ১১,৭৪৪টি মামলা এখনও পর্যালোচনাধীন।
জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক	**20,000+** ২২ জানুয়ারি ২০২৬-এ বিবৃতি দিয়েছেন।
ফাঁস হওয়া আইআরজিসি গোয়েন্দা তথ্য	**৩৩,০০০–৩৬,৫০০** ২২–২৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদনে।

আমরা বিরোধকে একটি একক সংখ্যায় সংকুচিত করি না। সরকারের গণনা ৩,১১৭ এবং তার নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনীর অভ্যন্তরীণ অনুমান ৩৩,০০০-এর বেশি—এই পার্থক্যটি নিজেই ঐতিহাসিক রেকর্ডের অংশ।

অনুচ্ছেদ ৩

২০২৬ সালের ৮-৯ জানুয়ারির রাতগুলি

৮ ও ৯ জানুয়ারি ২০২৬-এর দুই রাত — রাশত গণহত্যা ও ক্রিমসন উইন্টারের সবচেয়ে রক্তাক্ত ৪৮ ঘণ্টা।

দুটি রাত্রি।

ফাঁস হওয়া নথি থেকে প্রাপ্ত নিহতের সংখ্যা কেবল পরিস্থিতির ভয়াবহতার ইঙ্গিত দেয়, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা একে অনস্বীকার্য সত্যে পরিণত করেছে।

সতর্কবার্তা: এই বিভাগে হতাহত ব্যক্তি, আহত প্রতিবাদকারী, বডি ব্যাগ এবং মর্গের নথিপত্র সংক্রান্ত সংবেদনশীল ছবি রয়েছে। শাসকগোষ্ঠী এসব ঘটনা অস্বীকার করায়, প্রামাণ্য দলিল হিসেবে 'ফেয়ার-ইউজ' বা ন্যায্য-ব্যবহার নীতি অনুযায়ী ছবিগুলো এখানে প্রকাশ করা হয়েছে।

হত্যার নির্দেশ

২০২৬ সালের ৮ জানুয়ারি থেকে শাসনব্যবস্থা পুলিশের নিয়ন্ত্রণ থেকে সরে এসে পূর্ণ সামরিক দমননীতি গ্রহণ করে। নিরস্ত্র বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহারের জন্য IRGC-কে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়—যা ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ দমন অভিযান। IRGC এবং বাসিজ ইউনিটগুলো স্নাইপার, সাঁজোয়া যান এবং হেলিকপ্টার থেকে নজরদারি শুরু করে। এমনকি চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোকেও লক্ষ্যবস্তু করা হয়; আহত বিক্ষোভকারীদের সেবা দেওয়া চিকিৎসকদেরও গ্রেপ্তার করা হয়।

সবচেয়ে মারাত্মক একক ঘটনা ছিল**২০২৬ সালের রাশতের গণহত্যা**HRANA-এর তথ্য অনুযায়ী, শুধুমাত্র রশ্‌তেই অন্তত ৩৯২ জন নিহত হয়েছেন, যাদের অধিকাংশকেই হত্যা করা হয় ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের সময়। এদিকে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ৩ জানুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যে ১৩টি শহরের অন্তত ২৮ জন বিক্ষোভকারী ও পথচারীকে হত্যার ঘটনা নথিভুক্ত করেছে—যা মূল দমন অভিযান শুরু হওয়ার ঠিক আগের ঘটনা। *ইলাম প্রদেশের মালেকশাহি*: রেজা আজিমজাদেহ, লতিফ করিমি, মেহেদি ইমামিপুর, ফারেস (মোহসেন) আগা মুহাম্মাদি এবং মোহাম্মদ রেজা কারামি বাসিজ ঘাঁটির ভেতর থেকে IRGC বাহিনীর গুলিতে নিহত হন। *লোরেস্তান প্রদেশের আজনা*ওয়াহাব মুসাভি, মোস্তফা ফালাহি, সায়ান আসাদোল্লাহি, আহমদরেজা আমানি, রেজা মোরাদি আবদোলভান্দ এবং তাহা সাফারি—মাত্র ১৬ বছর বয়সী তাহা সাফারির মরদেহ আজও তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি।

৩ জানুয়ারি খামেনি ঘোষণা করেন, “দাঙ্গাকারীদের তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া উচিত।” ৫ জানুয়ারি বিচার বিভাগের প্রধান সরকারি আইনজীবীদের “কোনো প্রকার অনুকম্পা না দেখাতে” নির্দেশ দেন। কর্তৃপক্ষ নিহতের পরিবারগুলোকে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে হাজির হয়ে মৃত্যুকে 'দুর্ঘটনা' হিসেবে স্বীকার করতে বাধ্য করে; রাজি না হলে গোপনে গণকবর দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়।

নিহতদের নিয়ে বিতর্ক

নিহতের প্রকৃত সংখ্যা আধুনিক ইরানের ইতিহাসে সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ প্রকাশিত পেজেশকিয়ান সরকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, **৩,১১৭** জন মৃত (প্রায় ২১৪ জন নিরাপত্তা কর্মীসহ)। HRANA-এর যাচাইকৃত নামগুলির তালিকা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে *ক্রিমসন উইন্টার* শিরোনামে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে, **৭,০০৭** নিশ্চিত মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে—যার মধ্যে ৬,৪৮৮ জন প্রাপ্তবয়স্ক বিক্ষোভকারী, ২৩৬ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক, ২০৭ জন নিরাপত্তা কর্মী এবং ৭৬ জন সাধারণ পথচারী রয়েছেন। এছাড়া আরও ১১,৭৪৪টি ঘটনা এখনও তদন্তাধীন রয়েছে। ইরান ইন্টারন্যাশনাল স্বাধীনভাবে **৬,৬৩৪** জন নাম সংকলন করেছে। *দ্য গার্ডিয়ান*টাইম-এর সাথে কথা বলা চিকিৎসকদের একটি নেটওয়ার্ক সতর্ক করেছে যে মৃত্যুর সংখ্যা **৩০,০০০** ছাড়িয়ে যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ৪

হতাহত, আটক এবং মৃত্যুদণ্ড

ইসলামিক রিপাবলিক বিক্ষোভ দমন ও মৃত্যুদণ্ডে কতজনকে হত্যা করেছে — যাচাইকৃত নামসহ গণনা, সরকারি পরিসংখ্যান এবং এগুলোর মধ্যে ব্যবধান।

সংক্ষিপ্ত উত্তর: ২০২৫-২০২৬ ক্রিমসন উইন্টার অভ্যুত্থানে, HRANA যাচাই করেছে **৭,০০৭টি নামসহ মৃত্যু** ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত — ৬,৪৮৮ জন প্রাপ্তবয়স্ক বিক্ষোভকারী, ২৩৬ জন নাবালক এবং ২০৭ জন নিরাপত্তাকর্মী — ১১,৭৪৪টি মামলা এখনও পর্যালোচনাধীন। ইরানের নিজস্ব সরকার স্বীকার করেছে **3,117**; ইরান ইন্টারন্যাশনালের বরাতে সিনিয়র কর্মকর্তারা সংখ্যাটি উল্লেখ করেছেন **30,000**; শুধুমাত্র ৮-৯ জানুয়ারির দুই রাতের হাসপাতাল রেজিস্ট্রিতে রেকর্ড করা হয়েছে **30,304**। আরও উচ্চতর অনুমান রয়েছে: ইরানের অভ্যন্তরে এক ডাক্তারি প্রতিবেদন, যার বরাত দিয়েছে *দ্য সানডে টাইমস* , গণনা করেছে **১৮ জানুয়ারির মধ্যে ১৬,৫০০ জন নিহত এবং প্রায় ৩,৩০,০০০ জন আহত** ; ইরান ইন্টারন্যাশনাল পর্যালোচিত ফাঁস হওয়া গোপন নথি অনুযায়ী দুই দিনের মৃত্যুর সংখ্যা **36,500**-এর বেশি; এবং রেজা পাহলভি, প্রবাসী ও চিকিৎসা নেটওয়ার্কের বরাতে, মোটামুটিভাবে বলেছেন **50,000** জন নিহত, যার মধ্যে তেহরানে প্রায় ১৫,০০০ জন। দাবি যে প্রকৃত সংখ্যা **100,000** -এর বেশি, তা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হলেও এখনও নিশ্চিত করা যায়নি — যাচাইকৃত **100,000+** সংখ্যাটি আটকের ক্ষেত্রে। ২০২২ সালের নারী, জীবন, স্বাধীনতা আন্দোলনে **৫৫১ জন, যার মধ্যে ৭১ জন শিশু**, নিহত হয়েছিল। নিচের প্রতিটি সংখ্যার সাথে এটি সর্বশেষ নিশ্চিত হওয়ার তারিখ এবং প্রকাশকারী সংস্থার নাম উল্লেখ রয়েছে।

সময়কাল অনুযায়ী মৃত্যুর সংখ্যা

সময়কাল	নিহত	আটক	তারিখ অনুযায়ী	সূত্র
২০২৫-২০২৬ — ক্রিমসন উইন্টার অভ্যুত্থান	৭,০০৭ যাচাইকৃত নাম ৩,১১৭ সরকারি · ১৬,৫০০ (চিকিৎসক, ১৮ জানুয়ারি) · ৩০,৩০৪ হাসপাতাল নিবন্ধন · ৩৬,৫০০+ ফাঁস হওয়া নথি · ৪০,০০০ (এনসিআরআই/পম্পেও) · ৪২,০০০+ আনুমানিক · ~৫০,০০০ (পাহলভি) · ১,০০,০০০+ দাবিকৃত, অপ্রমাণিত	100,000+	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	এইচআরএএনএ, ইরান হিউম্যান রাইটস, ইরান ইন্টারন্যাশনাল
৮-৯ জানুয়ারি ২০২৬ — দুই রাত	শুধু রাশতে ৩৯২ ৪৮ ঘণ্টায় হাসপাতাল নিবন্ধনে ৩০,৩০৪ মৃত্যুর খবর	—	২৪ জানুয়ারি ২০২৬	এইচআরএএনএ, টাইম, বিবিসি
২০২২-২০২৩ — নারী, জীবন, স্বাধীনতা	551 (৭১ শিশুসহ)	22,000+	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩	ইরান হিউম্যান রাইটস
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ — ব্লাডি ফ্রাইডে, জাহেদান	96+	—	2023	অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল
নভেম্বর ২০১৯ — জ্বালানি মূল্যবিরোধী বিক্ষোভ	304+ (রয়টার্স ১,৫০০ পর্যন্ত জানিয়েছে)	7,000+	ডিসেম্বর ২০১৯	অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, রয়টার্স
গ্রীষ্ম ১৯৮৮ — কারাগার গণহত্যা	4,500-30,000 (আনুমানিক)	—	1988	অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞরা
বার্ষিক বিচারিক মৃত্যুদণ্ড, ২০২৪	972	—	2024	ইরান হিউম্যান রাইটস
বার্ষিক বিচারিক মৃত্যুদণ্ড, ২০২৫	1,500+	—	2025	ইরান হিউম্যান রাইটস

২০২৫-২০২৬: ক্রিমসন শীত

২০২৫ সালের ডিসেম্বরের বিক্ষোভের মাধ্যমে শুরু হওয়া এবং ৮ জানুয়ারি ২০২৬ এ বিস্ফোরিত হওয়া বিদ্রোহ ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ দমন-পীড়নের জন্ম দিয়েছে। চারটি ভিন্ন সংখ্যা প্রচলিত রয়েছে, এবং এগুলি চারটি ভিন্ন বিষয় পরিমাপ

করে:

- **৭,০০৭ — যাচাইকৃত নাম।** এইচআরএএনএ ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ তাদের তালিকা বন্ধ করে: ৬,৪৮৮ প্রাপ্তবয়স্ক বিক্ষোভকারী, ২৩৬ নাবালক, ২০৭ নিরাপত্তা কর্মী। আরও ১১,৭৪৪টি মৃত্যুর খবর পর্যালোচনার অধীনে ছিল। এটি একটি নিম্নসীমা: প্রতিটি এন্ট্রিতে একটি নাম, একটি স্থান এবং একটি তারিখ রয়েছে।
- **৩,১১৭ — রাষ্ট্রের স্বীকৃতি।** ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ ঘোষণা করা হয়েছে, সপ্তাহব্যাপী অস্বীকৃতির পর এবং ১১ ফেব্রুয়ারি সরকারের জনসাধারণের ক্ষমা প্রার্থনার কিছু আগে।
- **৩০,৩০৪ — হাসপাতালের নিবন্ধন।** টাইম ম্যাগাজিন শুধুমাত্র ৮-৯ জানুয়ারির জন্য বেসামরিক হাসপাতালে নিবন্ধিত বিক্ষোভ-সম্পর্কিত মৃত্যুর একটি তালিকা রিপোর্ট করেছে, রেকর্ডগুলিতে অ্যাক্সেসপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে।
- **৩০,০০০-৪২,০০০+ — সরকারি ফাঁস এবং অনুমান।** ইরান ইন্টারন্যাশনালের উদ্ধৃত সিনিয়র ইরানি কর্মকর্তারা মৃতের সংখ্যা ৩০,০০০-এর উপরে রেখেছেন; সম্পূর্ণ বিদ্রোহ জুড়ে বিস্তৃত অনুমান ৪২,০০০ ছাড়িয়ে গেছে।

বিশ্বের সর্বোচ্চ মাথাপিছু মৃত্যুদণ্ডের হার, ব্যাখ্যা: বার্ষিক পরিসংখ্যান, ফাঁসির অভিযোগ এবং প্রতিটি নথিভুক্ত প্রতিবাদ-সম্পর্কিত মৃত্যুদণ্ডের নামসহ তালিকা।

মৃত্যুদণ্ড।

ইরান বিশ্বের শীর্ষ মাথাপিছু মৃত্যুদণ্ড কার্যকরকারী দেশ। এই পৃষ্ঠায় ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে নারী, জীবন, স্বাধীনতা আন্দোলন শুরুর পর থেকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র কর্তৃক বিচারিকভাবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা বিক্ষোভকারী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের নাম, তারিখ, অভিযোগ এবং সূত্রসহ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

- **পাবলিক ফাঁসি ও প্রতিবাদ-সম্পর্কিত মৃত্যুদণ্ড** — ২০২০ সাল থেকে নথিভুক্ত ৩২টি মামলার নামসহ তালিকা, তারিখ, শহর, অভিযোগ ও সূত্রসহ।
- **ইরানের মৃত্যুর সংখ্যা, সময়কাল অনুযায়ী** — প্রতিটি দমন-পীড়নে কতজন নিহত হয়েছে এবং কেন পরিসংখ্যান ভিন্ন।
- **স্মৃতিচারণ** — পৃথক ভুক্তভোগীদের পূর্ণ জীবনী, যাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে তাদেরও।
- **ভুক্তভোগীদের ডাটাবেস** — উভয় পৃষ্ঠার পেছনে অনুসন্ধানযোগ্য রেকর্ড।

ইরান প্রতি বছর কতজনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়?

ইরান হিউম্যান রাইটস (IHR) রেকর্ড করেছে **২০২৪ সালে ৯৭২টি মৃত্যুদণ্ড** — যা ২০০৮ সালের পর সর্বোচ্চ বার্ষিক সংখ্যা — এবং কমপক্ষে **২০২৫ সালে ১,৫০০+ মৃত্যুদণ্ড**, যা ১৯৮৮ সালের গণহত্যার পর সর্বোচ্চ। ইরান বিশ্বব্যাপী নথিভুক্ত মৃত্যুদণ্ডের প্রায় **প্রতি চারটির মধ্যে তিনটির জন্য দায়ী**। এখানে শুধুমাত্র প্রতিবাদ-সম্পর্কিত মৃত্যুদণ্ডের পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে; মাদক-সম্পর্কিত ও সাধারণ অপরাধের মৃত্যুদণ্ড IHR দ্বারা পৃথকভাবে ট্র্যাক করা হয়।

২০২২–২০২৩ — নারী, জীবন, স্বাধীনতা মৃত্যুদণ্ড

- **মোহসেন শেকারি**, ২৩ — ৮ ডিসেম্বর ২০২২, তেহরানে ফাঁসি। অভিযোগ: "মোহারে বেহ" (ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ) — একজন বাসিজ সদস্যকে আহত করার অভিযোগে। বিদ্রোহে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত প্রথম বিক্ষোভকারী।
- **মাজিদরেজা রাহনাভার্দ**, ২৩ — ১২ ডিসেম্বর ২০২২, মাশহাদে প্রকাশ্যে ফাঁসি। অভিযোগ: "মোহারে বেহ"।
- **মোহাম্মদ মেহদি কারামি**, ২২ — ৭ জানুয়ারি ২০২৩, কারাজে ফাঁসি। অভিযোগ: "পৃথিবীতে দুর্নীতি"। কারাতে চ্যাম্পিয়ন; হোসেইনির সাথে যৌথ বিচার।
- **সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেইনি**, ৩৯ — ৭ জানুয়ারি ২০২৩, কারাজে ফাঁসি। স্বেচ্ছাসেবী শিশু কোচ। জিজ্ঞাসাবাদের সময় পিটুনি ও বৈদ্যুতিক শক দেওয়ার খবর।
- **সালেহ মিরহাশেমি · মাজিদ কাজেমি · সাঈদ ইয়াকুবি** — ১৯ মে ২০২৩, ইসফাহানে ফাঁসি। "হাউস অফ ইসফাহান" মামলা নামে পরিচিত। সকলের নির্যাতনের খবর; কাজেমির স্বীকারোক্তির অডিও কারাগার থেকে ফাঁস।
- **মিলাদ জোহরেভান্দ**, ২১ — ২৩ নভেম্বর ২০২৩, হামাদানে ফাঁসি। বন্ধ বিচারে দোষী সাব্যস্ত।

অনুচ্ছেদ ৫

দমনের যন্ত্রসমূহ

ইসলামিক বিপ্লবী গার্ড বাহিনী — এর কাঠামো, অর্থনৈতিক শক্তি এবং বিক্ষোভ দমনে এর ভূমিকা সম্পর্কে সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা।

সংক্ষিপ্ত উত্তর। IRGC (ইসলামিক বিপ্লবী গার্ড বাহিনী, বা সেপাহ-এ পাসদারান) ইরানের সমান্তরাল সামরিক বাহিনী, যা ১৯৭৯ সালে দেশের সীমানা নয় বরং ইসলামিক প্রজাতন্ত্র রক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি সরাসরি সর্বোচ্চ নেতার কাছে জবাবদিহি করে, বাসিজ মিলিশিয়া এবং বিদেশি অভিযানের কুদস ফোর্স পরিচালনা করে এবং ইরানের অর্থনীতির একটি বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করে।

IRGC-এর পূর্ণরূপ কী?

IRGC-এর পূর্ণরূপ হলো **ইসলামিক বিপ্লবী গার্ড বাহিনী**, যা ফার্সি ভাষায় *সেপাহ-এ পাসদারান-এ এনকেলাব-এ এসলামি* (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) নামে পরিচিত, সাধারণত সংক্ষেপে *সেপাহ*বলা হয়। এটি ১৯৭৯ সালের এপ্রিলে, বিপ্লবের কয়েক সপ্তাহ পরে, একটি ডিক্রির মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছিল, যা নতুন ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রতি অনুগত এবং নিয়মিত সেনাবাহিনী (আর্তেশ) থেকে পৃথক একটি বাহিনী হিসেবে গঠিত।

IRGC কে নিয়ন্ত্রণ করে?

IRGC সরাসরি **সর্বোচ্চ নেতার**, বর্তমানে আলী খামেনেয়ী, নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বা সংসদের কাছে নয়। এর প্রধান সেনাপতি নেতা কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তাঁর দ্বারা অপসারিত হতে পারেন। কমান্ডের এই শৃঙ্খলই বোঝায় যে, গার্ডকে জাতীয় সেনাবাহিনীর পরিবর্তে শাসকগোষ্ঠীর নিজস্ব সেনাবাহিনী হিসেবে বোঝা সবচেয়ে ভালো।

আইআরজিসির প্রধান শাখাগুলো কী কী?

শাখা	ভূমিকা
স্থল বাহিনী	অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও প্রাদেশিক নিয়ন্ত্রণ; বিক্ষোভের বিরুদ্ধে মোতায়েন করা হয়।
মহাকাশ বাহিনী	ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন।
নৌবাহিনী	পারস্য উপসাগর ও হরমুজ প্রণালীতে দ্রুতগতির আক্রমণকারী নৌযান।
কুদস বাহিনী	ইরানের বাইরে অভিযান ও প্রক্সি নেটওয়ার্ক।
বাসিজ	রাস্তায় দমন ও নজরদারির জন্য সংগঠিত স্বেচ্ছাসেবী আধাসামরিক বাহিনী।
গোয়েন্দা সংস্থা	গ্রেপ্তার, জিজ্ঞাসাবাদ এবং কারাগারের ভেতরে নিজস্ব শাখা।

ইরানের নৈতিকতা পুলিশের (গাশ্ত-এ এরশাদ) ইতিহাস, আইনি ভিত্তি ও শিকার। এর মধ্যে রয়েছে ২০২২ সালে মাহসা আমিনিকে আটক ও ২০২৪ সালের নূর পরিকল্পনার দমন-পীড়ন।

নৈতিকতা পুলিশ।

ইরানের গাইডেন্স প্যাট্রোল (গাশ্ত-এ এরশাদ) — যাকে সাধারণত "নৈতিকতা পুলিশ" বলা হয় — এটি একটি ইউনিফর্মধারী বাহিনী যা জনসমক্ষে নারীদের উপর ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের বাধ্যতামূলক পোশাকবিধি প্রয়োগের জন্য দায়ী। এর কর্মকর্তারা মাহসা আমিনিকে তার মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে আটক করেছিলেন; ২০২৪ সালে সরকার নূর ("আলো") পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্যাট্রোলগুলো পুনরায় সক্রিয় করে।

ইরানের নৈতিকতা পুলিশ কী?

গাইডেন্স প্যাট্রোল **(ফার্সি:** গাশ্ত-এ এরশাদ , *گشت ارشاد) হলো ফারাজা জাতীয় পুলিশের একটি বিশেষায়িত ইউনিট, যা ২০০৫ সালে রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আহমাদিনেজাদের অধীনে তৈরি করা হয়। এর আনুষ্ঠানিক মিশন হলো ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের "জননৈতিকতা"-র ব্যাখ্যা প্রয়োগ করা — যা প্রধানত নারীদের পোশাক, চুল ও জনসমক্ষে আচরণের দিকে লক্ষ্য করে।*নৈতিকতা পুলিশ কোথা থেকে এসেছে?

বাধ্যতামূলক পর্দা ১৯৭৯ সালের মার্চে আয়াতুল্লাহ খোমেনির ডিক্রি দ্বারা আরোপিত হয় এবং ১৯৮৩ সালে আইনিভাবে সংহিতাবদ্ধ হয়। ১৯৭৯ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত এটি

কমিতে **(বিপ্লবী কমিটি) ও বাসিজ দ্বারা প্রয়োগ করা হয়। গাইডেন্স প্যাট্রোল ২০০৫ সালে পূর্ববর্তী "চেস্টিটি প্যাট্রোল"-কে প্রতিস্থাপন করে, যাতে চিহ্নিত ভ্যানসহ আরও দৃশ্যমান, ইউনিফর্মধারী উপস্থিতি নিশ্চিত করা যায়।** নৈতিকতা পুলিশ কীভাবে কাজ করে?

১৩ সেপ্টেম্বর ২০২২-এ একটি গাইডেন্স প্যাট্রোল ইউনিট

মাহসা (জিনা) আমিনি (২২ বছর বয়সী) কে তেহরানের হক্কানি মেট্রো স্টেশনে আটক করে। দুই ঘণ্টার মধ্যে তিনি ভোজারা আটককেন্দ্রে গুরুতর মাথায় আঘাতের লক্ষণ নিয়ে ভেঙে পড়েন; তিনি ১৬ সেপ্টেম্বর মারা যান। ইরান বিষয়ে জাতিসংঘের স্বাধীন আন্তর্জাতিক তদন্ত মিশন **UN Independent International Fact-Finding Mission on Iran** ২০২৪ সালে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে তার মৃত্যু রাষ্ট্রীয় এজেন্টদের "শারীরিক নির্যাতনের" ফল।

ইরানে বাধ্যতামূলক হিজাবের ইতিহাস (১৯৭৯–২০২৬): দণ্ডবিধির ৬৩৮ ধারা, ২০২৩ সালের পবিত্রতা ও হিজাব বিল, ২০২৪ সালের নূর পরিকল্পনা এবং তাদের প্রতিরোধকারী নারীরা।

ইরানের হিজাব আইন।

১৯৮৩ সাল থেকে ইরানি আইনে বাধ্যতামূলক পর্দা সংযোজিত হয়েছে। ২০২৩–২০২৪ সালের পবিত্রতা ও হিজাব বিল জরিমানা ৮,৫০০ মার্কিন ডলার, দশ বছরের কারাদণ্ড, বেত্রাঘাত এবং ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা পর্যন্ত বিস্তৃত করেছে। এই পৃষ্ঠাটি আইন, তার প্রয়োগ এবং তা প্রতিরোধকারী নারীদের নিয়ে তথ্য প্রদান করে।

ইরান কখন হিজাব বাধ্যতামূলক করে?

১৯৭৯ সালের ৭ মার্চ, বিপ্লবের এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে, আয়াতুল্লাহ খোমেনি সরকারি কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য হিজাব বাধ্যতামূলক করেন। ১৯৭৯ সালের ৮ মার্চ — আন্তর্জাতিক নারী দিবস — তেহরানে ব্যাপক নারী বিক্ষোভ সাময়িকভাবে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে বাধ্য করে। ১৯৮০ সালের জুলাই নাগাদ সকল সরকারি অফিসে হিজাব বাধ্যতামূলক হয় এবং ১৯৮৩ সালের ২৬ জুলাই নতুন ইসলামি দণ্ডবিধি (১০২ ধারা, পরে ৬৩৮ ধারা) "উপযুক্ত হিজাব ছাড়া" প্রকাশ্যে আসা যেকোনো নারীকে অপরাধী হিসেবে গণ্য করে।

বর্তমান আইন কী বলে?

ইরানের ইসলামি দণ্ডবিধির ৬৩৮ ধারা "শরিয়তসম্মত হিজাব ছাড়া" প্রকাশ্যে আসা নারীদের জন্য ১০ দিন থেকে ২ মাস কারাদণ্ড বা জরিমানার বিধান করে। বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে ৬৩৯ ধারা (জননৈতিকতা দুর্নীতি), ব্যবসায়িক লাইসেন্স সংক্রান্ত নিয়ম এবং ট্রাফিক কোডও ব্যবহার করা হয়, যার মাধ্যমে যেসব গাড়ির নারী যাত্রীরা পর্দাহীন, সেগুলো জব্দ করা হয়।

সর্বোচ্চ নেতা, আইআরজিসি ও কুদস বাহিনীর কমান্ডার, বিচার বিভাগ, গার্ডিয়ান কাউন্সিল এবং শাসকগোষ্ঠীর প্রধান মতাদর্শবিদ — ২০২৬ সালে ইরানের ক্ষমতার একটি ডকুমেন্টারি হু-হু।

রেকর্ডের পেছনের নামগুলি।

ইসলামি প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতা তিনটি ওভারল্যাপিং কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়: সর্বোচ্চ নেতার কার্যালয়, ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী এবং একটি ধর্মীয়-বিচারিক যন্ত্র যা প্রার্থীদের যাচাই করে এবং রায় দেয়। এই পৃষ্ঠাটি ২০২৬ সালে সেই পদগুলিতে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের, প্রত্যেকে কী নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের মধ্যে কারা আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছে তার প্রোফাইল দেয়। এখানে প্রতিটি দাবি সরকারি কার্যালয়, সরকারি বিবৃতি এবং প্রকাশিত মনোনয়ন তালিকা থেকে নেওয়া।

আলী খামেনেয়ী — ১৯৮৯ সাল থেকে ইসলামি প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ নেতা

১৯৩৯ সালে মাশহাদে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮১-১৯৮৯ সালে ইরানের রাষ্ট্রপতি, তারপর ১৯৮৯ সালের জুনে খোমেনির মৃত্যুর পর সর্বোচ্চ নেতা নিযুক্ত হন। ইরানের সংবিধান অনুযায়ী তিনি সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, বিচার বিভাগের প্রধান, গার্ডিয়ান কাউন্সিলের অর্ধেক সদস্য এবং রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার (আইআরআইবি) পরিচালকদের নিয়োগ দেন। পারমাণবিক নীতি, আঞ্চলিক কৌশল এবং বিক্ষোভ মোকাবেলায় তার চূড়ান্ত বক্তব্য রয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং ২০২২-২০২৬ সালের বিক্ষোভ দমনের সাথে সম্পর্কিত কারণে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য এবং কানাডা দ্বারা মনোনীত।

মোজতবা খামেনেয়ী — ধর্মগুরু, সর্বোচ্চ নেতার পুত্র, প্রায়শই উত্তরসূরি প্রার্থী হিসাবে নাম উল্লেখ করা হয়

১৯৬৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কোনো আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রীয় পদে নেই তবে ইরানি ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে রিপোর্ট করা হয়েছে যে তিনি সর্বোচ্চ নেতার কার্যালয় এবং নিরাপত্তা যন্ত্রের কিছু অংশের উপর প্রভাব বিস্তার করেন। ২০০৯ সালের সবুজ আন্দোলনের পর থেকে উত্তরসূরি জল্পনায় বারবার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যখন বিরোধী ব্যক্তিরা তাকে দমন অভিযানের সমন্বয়ের অভিযোগ করেছিল। তার সঠিক ভূমিকা সম্পর্কে দাবিগুলি বিতর্কিত এবং উন্মুক্ত উৎস থেকে মূলত যাচাই করা যায় না।

অনুচ্ছেদ ৬

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া

২০২৬ সালের ইরান বিক্ষোভে বিশ্বের প্রতিক্রিয়া — কীভাবে জাতিসংঘ, ইইউ, যুক্তরাষ্ট্র ও বৈশ্বিক মিডিয়া ইরানিদের ব্যর্থ করল।

বিশ্বের ভণ্ডামি।

২০২৬ সালের যুদ্ধের প্রতি পশ্চিমা বিশ্বের প্রভাবশালী অবস্থান ছিল 'সংযম'—একটি মানবিক কাঠামো যা নিজেকে নৈতিক অবস্থান হিসেবে উপস্থাপন করেছিল। ইরানিদের জীবনের বিষয়ে তার প্রকৃত রেকর্ড তার দাবির সম্পূর্ণ বিপরীত।

প্রতীকের উপর নিষেধাজ্ঞা, ব্যারেলের জন্য লাইসেন্স।

যে মাসগুলোতে ইউরোপীয় দপ্তরগুলো বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার নামে উত্তেজনা হ্রাসের জন্য আবেদন জানাচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র তার ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে দ্রুত গতিতে বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করছিল—দুই রাতে হাজার হাজার, তারপর প্রতি দুই দিনে একটি রাজনৈতিক ফাঁসি। 'যুদ্ধ চাই না' অবস্থানটি সেই জীবনগুলোকে বাঁচাতে পারেনি। এটি সেই একমাত্র শক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল যা শাসকগোষ্ঠী শোষণ করতে পারত না—তার নেতৃত্বের উপর বাহ্যিক চাপ—এবং ইতোমধ্যে চলমান অভ্যন্তরীণ সহিংসতা বন্ধ করতে কিছুই করেনি।

তেলের পিছু নিন। **সেপ্টেম্বর ২০২৫**-এ, ক্রিমসন উইন্টারের তিন মাস আগে, ইরান প্রতিদিন **২১.৩ লক্ষ ব্যারেল** অপরিশোধিত তেল রপ্তানি করে—যা ছিল বছরের সর্বোচ্চ মাসিক পরিমাণ এবং ট্রাম্পের প্রথম 'সর্বোচ্চ-চাপ' শিখরের চেয়েও বেশি। এর প্রায় **৮৭ শতাংশ** গিয়েছিল **চীনে**, যা ব্রেন্টের চেয়ে **১০-৩০ মার্কিন ডলার কমে** বিক্রি হয়েছিল এবং ৪৫-দিনের ছায়া-ব্যাঙ্কিং শৃঙ্খলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছিল। এফডিডি, অক্টোবর ২০২৫।

শুধুমাত্র চীনই ইরানের প্রায় **৯০ শতাংশ** তেল কেনে, যা ইরান সরকারের বাজেটের প্রায় **৪৫ শতাংশ** জোগান দেয়—এই বাজেট দিয়েই আইআরজিসি এবং বাসিজকে বেতন দেওয়া হয়। ইউ.এস.-চায়না কমিশন, নভেম্বর ২০২৫।

স্লোগানটি ছিল পশ্চিমা ফুয়েল পাম্প নিয়ে, ইরানিদের জীবন নিয়ে নয়।

কাঠামোটি হল: **শাসকগোষ্ঠীর প্রতীকের উপর নিষেধাজ্ঞা, তার ব্যারেলের জন্য লাইসেন্স।** নীতি পুলিশের উপর নিষেধাজ্ঞা দিন, কিন্তু তাদের বেতন দেওয়া ট্যাঙ্কারগুলোকে লাইসেন্স দিন। আইআরজিসি-কে তালিকাভুক্ত করুন, তারপর সেই তেলের প্রবাহ মকুব করুন যার কর দিয়ে এটিকে সজ্জিত করা হয়। রাস্তায় গুলিবিদ্ধ এবং কারাগারে ফাঁসিতে ঝোলানো ইরানিরা সেই সস্তা জ্বালানির বিল পরিশোধ করছে, যা ছাড়া বাকি বিশ্ব চলতে পছন্দ করে না।

তারপর আসে স্লোগান: **যুদ্ধ চাই না**। যেন যুদ্ধ ইতিমধ্যেই শুরু হয়নি—ইরানের অভ্যন্তরে, ইরানিদের বিরুদ্ধে, ১৯৮১, ১৯৮৮, ২০০৯, ২০১৯, ২০২২ এবং আবার জানুয়ারি ২০২৬-এ। যেন *জান, জেন্দেগি, আজাদি*-র ব্যানার নিয়ে নিজেদের শহরের কেন্দ্রস্থলে মিছিল করা বিক্ষোভকারীরা এইমাত্র তাদের ত্রিশ হাজার স্বজনকে কবর দেয়নি। যেন সাতচল্লিশ বছরের অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ পশ্চিমা প্ল্যাকার্ড দিয়ে মুছে ফেলা যায়।

ইরানের অভ্যন্তরের ইরানিরা যা স্পষ্টভাবে বলেছে—বিবিসি এবং সিএইচআরআই-এর সাক্ষ্যে—তা হল, বর্তমান ভাঙনটি **এড়িয়ে যাওয়ার মতো কোনো ট্র্যাজেডি নয়**, বরং এক প্রজন্মের মধ্যে প্রথম সুযোগ যার মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীর পতন ঘটতে পারে। তারা এর মূল্য সম্পর্কে বাস্তববাদী। তারা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে তাদের মুক্ত করতে বলছে না; তারা তাদের অপহরণকারীদের ভর্তুকি দেওয়া বন্ধ করতে বলছে।

বিক্ষোভকারী হত্যা, নির্যাতন ও হিজাব বাস্তবায়নের জন্য দায়ী নামধারী ইরানি কর্মকর্তারা, পাশাপাশি ম্যাগনিটস্কি-শৈলীর নিষেধাজ্ঞার জন্য এমপি/কংগ্রেস/এমইপিদের কাছে চিঠির টেমপ্লেট।

নিষেধাজ্ঞা।

বিক্ষোভকারী হত্যা, বন্দীদের নির্যাতন ও বাধ্যতামূলক হিজাব প্রয়োগের জন্য সরাসরি দায়ী ইরানি কর্মকর্তাদের ওপর ম্যাগনিটস্কি-শৈলীর নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য আপনার সরকারকে চাপ দেওয়ার একটি ব্যবহারিক নির্দেশিকা — নামধারী অপরাধী ও আপনার প্রতিনিধিদের জন্য টেমপ্লেট চিঠি সহ।

কেন নিষেধাজ্ঞা?

সার্বজনীন-অধিক্ষেত্রের বিচার প্রক্রিয়া ধীর। নিষেধাজ্ঞা তা নয়। নামধারী অপরাধীদের — বিচারক, কারাগারের ওয়ার্ডেন, আইআরজিসি কমান্ডার, ফারাজা কমান্ডার — ওপর ম্যাগনিটস্কি-শৈলীর সম্পদ জব্দ ও ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা তাৎক্ষণিক ব্যক্তিগত খরচ আরোপ করে, মধ্য-পদস্থ কর্মকর্তাদের সংকেত দেয় যে তাদের অংশগ্রহণ স্মরণ করা হবে এবং ভবিষ্যতের বিচারের জন্য একটি কাগজের পথ তৈরি করে।

নামধারী অপরাধী

নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের প্রকাশ্যে নাম ঘোষণা করেছে ইরান বিষয়ক জাতিসংঘের ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, ইরান হিউম্যান রাইটস (আইএইচআর) এবং হরানা। এদের অধিকাংশই ইতিমধ্যে ইইউ এবং/অথবা যুক্তরাজ্যের নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছে; কয়েকজন মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছে; প্রায় কেউই কানাডিয়ান বা অস্ট্রেলিয়ান নিষেধাজ্ঞার আওতায় নেই।

- **আলি খামেনেয়ি** — সর্বোচ্চ নেতা। আইআরজিসি, বিচার বিভাগ ও অভিভাবক পরিষদের ওপর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব। নিষেধাজ্ঞার আওতায়: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য।
- **হোসেইন সালামি** — ২০১৯ সাল থেকে আইআরজিসি-এর কমান্ডার-ইন-চিফ। নিষেধাজ্ঞার আওতায়: ইইউ, যুক্তরাজ্য।
- **গোলামরেজা সোলেইমানি** — বাসিজ কমান্ডার। নিষেধাজ্ঞার আওতায়: ইইউ, যুক্তরাজ্য।
- **আহমাদরেজা রাদান** — ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে ফারাজা প্রধান। গাইডেন্স প্যাট্রোল ও ২০২৪ সালের নূর পরিকল্পনার তত্ত্বাবধান করেন। নিষেধাজ্ঞার আওতায়: ইইউ, যুক্তরাজ্য।
- **গোলামহোসেইন মোহসেনি-এজেই** — ২০২১ সাল থেকে বিচার বিভাগের প্রধান। ব্যক্তিগতভাবে একাধিক বিক্ষোভকারীর মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করেছেন। নিষেধাজ্ঞার আওতায়: ইইউ, যুক্তরাজ্য।
- **আবোলগাসেম সালাভাতি** — তেহরান বিপ্লবী আদালতের শাখা ১৫-এর 'মৃত্যুর বিচারক'। নিষেধাজ্ঞার আওতায়: ইইউ, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- **মোহাম্মদ মোগিসেহ** — তেহরান বিপ্লবী আদালতের শাখা ২৮। জানুয়ারি ২০২৪-এ নিহত হন, তবে দেওয়ানি দাবির জন্য সম্পত্তি-সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।
- **এসমাইল খাতিব** — গোয়েন্দা মন্ত্রী (এতেলাআত)। নিষেধাজ্ঞার আওতায়: ইইউ, যুক্তরাজ্য।

২০২৫ সালের জুনের বারো দিনের যুদ্ধ এবং ২০২৬ সালের অপারেশন এপিক ফিউরি: কেন অনেক ইরানি ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের ওপর বিদেশি হামলাকে স্বাগত জানিয়েছে, লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণের রেকর্ড কী দেখায় এবং যেসব বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন।

আট মাসের ব্যবধানে দুবার ইসরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের ওপর আকাশ থেকে হামলা চালিয়েছে: ২০২৫ সালের জুনের বারো দিনের যুদ্ধ এবং ২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া অপারেশন এপিক ফিউরি, যখন রাষ্ট্র নিজের রাস্তায় বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালাচ্ছিল। বেশিরভাগ দেশে এই ধরনের হামলা জনগণকে সরকারের পিছনে একত্রিত করে। ইরানে তা প্রায় উল্টো ফল দিয়েছে — এবং এই পৃষ্ঠার বিষয়বস্তু তার কারণ।

কী ঘটেছে

১৩ - ২৪ জুন ২০২৫	**বারো দিনের যুদ্ধ** ইসরায়েল ইরানের সামরিক ও পারমাণবিক অবকাঠামোর বিরুদ্ধে বিমান অভিযান শুরু করে, প্রথম কয়েক ঘণ্টায় আইআরজিসির অনেক সিনিয়র কমান্ড নিহত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমানগুলি সুরক্ষিত সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্রগুলিতে হামলা চালায়। ২৪ জুন একটি যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। স্বাধীন পর্যবেক্ষকরা ইরানে এক হাজারেরও বেশি নিহতের গণনা করেছেন, যাদের মধ্যে কয়েকশ বেসামরিক নাগরিক।
ডিসেম্বর ২০২৫ - ফেব্রুয়ারি ২০২৬	**ক্রিমসন শীত** দুটি অভিযানের মধ্যে, ইসলামিক প্রজাতন্ত্র তার নিজের নাগরিকদের এমন মাত্রায় হত্যা করেছে যা কোনো বিদেশি বিমানবাহিনী অর্জন করতে পারেনি। শুধুমাত্র ২০২৬ সালের ৮ ও ৯ জানুয়ারি আইআরজিসিকে নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। এই প্রেক্ষাপটে ইরানিরা পরবর্তী ঘটনাগুলি বিচার করেছে।
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬	**অপারেশন এপিক ফিউরি** আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল একটি যৌথ অভিযান শুরু করে — প্রথম বারো ঘণ্টায় বিমান প্রতিরক্ষা, ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন এবং আইআরজিসি ও বাসিজ কমান্ড কেন্দ্রগুলির বিরুদ্ধে প্রায় ৯০০ হামলা। সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেনেয়ি প্রথম ঢেউয়ে নিহত হন। ইরান ড্রোন ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে প্রতিশোধ নেয় এবং দেশজুড়ে দ্বিতীয়বারের মতো ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট জারি করা হয়। ফেব্রুয়ারির রেকর্ড দেখুন।

কেন অনেক ইরানি শত্রু দেখেনি

বোমা হামলার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হলো পতাকার চারপাশে সমাবেশ করা। এখানে তা ঘটেনি, বা ইসলামিক প্রজাতন্ত্র যতটা আশা করেছিল ততটা ঘটেনি। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন আগ্রাসীর বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছিল; রাস্তাগুলি সাড়া দেয়নি। একই সপ্তাহে বেশ কয়েকটি শহরে বিক্ষোভকারীরা বেরিয়ে এসেছিল, বিমানের বিরুদ্ধে নয় বরং সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছিল।

অনুচ্ছেদ ৭

পদ্ধতি এবং সীমাবদ্ধতা

আমরা যে সূত্রগুলোর ওপর নির্ভর করি

- **ইরান হিউম্যান রাইটস (IHR)** — অসলো। মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যার প্রাথমিক সূত্র।
- **HRANA — হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্টস নিউজ এজেন্সি** — ইরানের অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক। গ্রেপ্তারের সংখ্যার প্রাথমিক সূত্র।
- **অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল** — মামলা-ভিত্তিক তদন্ত ও মানবাধিকার বিশ্লেষণ।
- **OHCHR জাতিসংঘের ইরান তদন্ত মিশন** — সবচেয়ে কর্তৃত্বপূর্ণ আইনি দলিল।
- **হেঙ্গাও** কুর্দি অঞ্চলের জন্য; **বেলুচ অ্যাক্টিভিস্টস ক্যাম্পেইন** সিস্তান-বেলুচেস্তানের জন্য।
- **আব্দোররহমান বোরুমান্দ সেন্টার (ওমিদ)** — ১৯৭৯ থেকে বর্তমান পর্যন্ত ঐতিহাসিক আর্কাইভ।
- রয়টার্স, বিবিসি, এএফপি, ল্য মঁদ, এপি — স্থল-স্তরের আলোকচিত্র ও নিশ্চিত প্রতিবেদনের জন্য।

কীভাবে একটি নাম রেকর্ডে আসে

1. মৃত্যু, গ্রেপ্তার বা সাজা কমপক্ষে দুটি স্বাধীন পর্যবেক্ষক দ্বারা নথিভুক্ত হতে হবে, অথবা একটি পর্যবেক্ষক ও পরিবারের নিশ্চিতকরণ দ্বারা, অথবা আদালতের দলিল দ্বারা।
2. মৃত্যুর কারণ সূত্র দ্বারা উল্লেখ করতে হবে। যেখানে শাসকগোষ্ঠী কারণ নিয়ে বিতর্ক করে, সেখানে উভয় সংস্করণ উল্লেখ করা হয়।
3. আলোকচিত্রগুলি গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের নথিভুক্তির জন্য ন্যায্য ব্যবহারের সম্পাদকীয় বিধানের অধীনে পুনরুৎপাদন করা হয়, যেখানে জানা যায় সেখানে কৃতিত্ব দেওয়া হয়।

এই সাইটে গণনা

যখন আমরা বলি **৪২,০০০+ নিহত** এবং **১,০০,০০০+ আটক** ২০২৫–২০২৬ সালের ক্রিমসন উইন্টারের জন্য, এই সংখ্যাগুলি ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত আইএইচআর এবং এইচআরএএনএ-র প্রতিবেদনের সমষ্টি। এগুলি রক্ষণশীল — প্রকৃত সংখ্যা, ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের কারণে, আরও বেশি।

২০২২ সালের বিদ্রোহের জন্য আমরা যে সংখ্যাগুলি ব্যবহার করি (৫৫১+ নিহত, যার মধ্যে ৭১ শিশু; ২২,০০০+ আটক) তা ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত আইএইচআর এবং অ্যামনেস্টির মোট সংখ্যা।

মূল যাচাইকারী প্রতিবেদন (২০২৬)

- বিবিসি নিউজ ও বিবিসি নিউজ ফার্সি — “ইরানের বিক্ষোভ দমনে নিহতদের নাম ও পরিচয় প্রকাশ” (৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)। বিবিসি ফার্সি ফরেনসিক ২০০+ নিহত বিক্ষোভকারীর পরিচয় যাচাই করেছে।
- বিবিসি ফার্সি — ইন্টারঅ্যাকটিভ ভিকটিম আর্কাইভ.
- ইরান হিউম্যান রাইটস — সাসান আজাদভার, ৪২ দিনের মধ্যে দশম বিক্ষোভকারীকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে (৩০ এপ্রিল ২০২৬).
- ইরান ইন্টারন্যাশনাল — ফাঁসি দেওয়া ১৮ বছর বয়সী আমিরহোসেন হাতামির মরদেহ আটকে রাখা হয়েছে (এপ্রিল ২০২৬).
- উইকিপিডিয়া — ২০২৬ ইরান গণহত্যা (নিয়মিত আপডেট হওয়া বিশ্বকোষীয় রেকর্ড).

সংশোধন

যদি আপনার কাছে নতুন তথ্য থাকে, কোনো অনুপস্থিত নাম, ভুল তারিখ, বা এই সাইটের কোনো গল্প সংশোধন করার প্রয়োজন হয়, তাহলে লিখুন corrections@iranholocaust.org। প্রতিটি ইমেল পড়া হয়।

বিরোধপূর্ণ মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে আমরা কীভাবে কাজ করি

ইরান সম্পর্কে প্রতিবেদনের সবচেয়ে সাধারণ ত্রুটি হলো একটি একক সংখ্যা উপস্থাপন করা যার মালিক বা তারিখ উল্লেখ নেই। আমরা কখনও বেমানান সংখ্যা একত্রিত করি না। যেখানে সংস্থাগুলি ভিন্নমত পোষণ করে, প্রতিটি সংখ্যা প্রকাশকারী সংস্থা, শেষ নিশ্চিত হওয়ার তারিখ এবং এটি কী পরিমাপ করে তার সাথে উপস্থাপিত হয়।

অনুচ্ছেদ ৪

সুপারিশসমূহ

এই সুপারিশগুলি উপরে উল্লেখিত রেকর্ড থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং রাষ্ট্র, বহুপাক্ষিক সংস্থা এবং ক্ষমতা বা ম্যান্ডেট থাকা সুশীল সমাজ সংগঠনগুলিকে সম্বোধন করা হয়েছে।

1. ২০২৫-২৬ সালের ঘটনাগুলির উপর স্পষ্ট এখতিয়ারসহ ইরানের উপর স্বাধীন আন্তর্জাতিক তদন্তমূলক ম্যান্ডেট প্রসারিত করুন এবং পর্যাপ্ত সংস্থান বরাদ্দ করুন।
2. প্রমাণ সংরক্ষণ করুন: যাচাইকৃত ভিডিও, চিকিৎসার রেকর্ড, আদালতের নথি এবং দাফনের রেকর্ডগুলি ভবিষ্যতের কার্যক্রমে গ্রহণযোগ্য মান অনুযায়ী সংরক্ষণ করুন।
3. হত্যা, নির্যাতন এবং অন্যায্য মৃত্যুদণ্ডের বিচারে জড়িত নির্দিষ্ট কমান্ডার, বিচারক এবং কারাগারের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে লক্ষ্যযুক্ত ব্যবস্থা প্রয়োগ করুন।
4. শাটডাউনের সময় ইরানি ব্যবহারকারীদের জন্য পরিহার সরঞ্জাম এবং স্থিতিস্থাপক সংযোগ সমর্থন করুন।
5. প্রতিশোধ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবার এবং মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের রক্ষা করুন, যার মধ্যে ত্বরান্বিত মানবিক ভিসা প্রদানের মাধ্যমেও।
6. বিক্ষোভকারীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার বিষয়ে জাতীয় অবস্থান প্রকাশ করুন এবং ব্যক্তিগত মামলাগুলি নাম সহ তুলে ধরুন।

সংযুক্তি

সূত্র এবং ডেটাসেট

সংগ্রহশালা জুড়ে নির্ভরযোগ্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎসসমূহ এবং যে যান্ত্রিক পাঠযোগ্য ডেটাসেটগুলি থেকে এই প্রতিবেদনের পরিসংখ্যানগুলি নেওয়া হয়েছে।

বিরোধপূর্ণ মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে আমরা কীভাবে কাজ করি

ধরন	সংজ্ঞা	উদাহরণ
যাচাইকৃত নামধারী গণনা	দুটি স্বাধীন সূত্রের মাধ্যমে নাম, তারিখ ও স্থানসহ নিশ্চিত হওয়া ব্যক্তি	৭,০০৭ জন নামধারী মৃত্যু (এইচআরএএনএ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)
সরকারি স্বীকৃতি	ইরান রাষ্ট্র নিজেই ঘোষিত একটি সংখ্যা; সর্বনিম্ন সীমা হিসেবে গণ্য, কখনোই মোট সংখ্যা নয়	৩,১১৭ (ইরানি কর্মকর্তারা, ২০২৬)
নিবন্ধন বা নথিভিত্তিক	হাসপাতালের রেকর্ড বা ফাঁস হওয়া অভ্যন্তরীণ নথি থেকে প্রাপ্ত	৮–৯ জানুয়ারি ২০২৬-এর জন্য ৩০,৩০৪টি হাসপাতাল-নিবন্ধিত মৃত্যু
আনুমানিক বা দাবি	রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা নেটওয়ার্কের দ্বারা অনুমান ও বিবৃতি; সর্বদা সেরূপ চিহ্নিত	~৫০,০০০ (রেজা পাহলভি, প্রবাসী ও চিকিৎসা নেটওয়ার্কের উদ্ধৃতি দিয়ে)

ছবি ও ফুটেজ

এই সাইটের ছবিগুলো উইকিমিডিয়া কমন্স, সংস্থার হ্যান্ডআউট বা নথিভুক্তকারী সংগঠন থেকে নেওয়া এবং স্থানীয়ভাবে সংরক্ষিত, যাতে কোনো ভাঙা বাহ্যিক লিংক নীরবে পৃষ্ঠার প্রদর্শিত বিষয়বস্তু পরিবর্তন করতে না পারে। ক্যাপশনে কী চিত্রিত হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে, শনাক্তকরণটি আমাদের পক্ষ থেকে নয় বরং নথিভুক্তকারী সংগঠনের পক্ষ থেকে করা হয়েছে বলে উল্লেখ থাকে। যেখানে পরিবারের দেওয়া কোনো প্রতিকৃতি বিদ্যমান, সেখানে আমরা মৃত ব্যক্তির গ্রাফিক ছবি প্রকাশ করি না। আমরা কোনো বাস্তব ঘটনা, ব্যক্তি বা স্থান চিত্রিত করতে জেনারেটিভ ইমেজারি ব্যবহার করি না; যেখানে কোনো চিত্র তৈরি করা হয়, সেটি চিহ্নিত করা হয়।

অনুবাদ

পৃষ্ঠাগুলো ৪১টি ভাষায় প্রকাশিত হয়। অনুবাদগুলি মেশিন-সহায়তায় করা হয় এবং তারপর পরিভাষা, নাম ও সংখ্যার জন্য যাচাই করা হয়, যা কখনো ভিন্ন সংখ্যায় স্থানীয়করণ করা হয় না। যেখানে অনুবাদিত পৃষ্ঠা ইংরেজি মূলের চেয়ে পিছিয়ে থাকে, সেখানে ইংরেজি সংস্করণটিই প্রামাণ্য সংস্করণ। সংশোধনের ঠিকানায় অনুবাদ ত্রুটি জানান; লোকেল ও ইউআরএল যথেষ্ট।

স্বাধীনতা ও অর্থায়ন

এই সাইট কোনো সরকার, রাজনৈতিক দল, নির্বাসিত সংগঠন — মোজাহেদিন-ই-খালক ও এনসিআরআই-সহ — বা বাণিজ্যিক পৃষ্ঠপোষকের কাছ থেকে অর্থায়ন গ্রহণ করে না। এটি কোনো বিজ্ঞাপন বহন করে না এবং কোনো দান গ্রহণ করে না। বিষয়বস্তু ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন ৪.০-এর অধীনে প্রকাশিত হয়, যাতে এটি অনুলিপি, অনুবাদ ও পুনঃপ্রকাশ করা যায় অনুমতি ছাড়াই, এমনকি যারা এর সাথে দ্বিমত পোষণ করে তাদের দ্বারাও।

আমরা যা করি না

- আমরা কোনো সরকার, দল, নির্বাসিত গোষ্ঠী বা এনজিওর কাছ থেকে সম্পাদকীয় নির্দেশনা গ্রহণ করি না।
- আমরা গোপনীয়তা চাওয়া পরিবারের চাপে নাম প্রকাশ করি না।

স্বাধীনতা

কোনো সরকার, দল, নির্বাসিত গোষ্ঠী, এনজিও বা দাতার সম্পাদকীয় নিয়ন্ত্রণ নেই। সাইটটি কোনো বিজ্ঞাপন বা দান গ্রহণ করে না। রক্ষণাবেক্ষণকারীরা স্বেচ্ছায় তাদের সময় দেন।

ফটোগ্রাফি ও লাইসেন্সিং

উইকিমিডিয়া কমন্স থেকে নেওয়া ছবিগুলি তাদের উল্লেখিত লাইসেন্সের অধীনে এবং কৃতিত্বসহ পুনরুৎপাদন করা হয়েছে। বিবিসি, রয়টার্স, এপি, এএফপি এবং ল্য মোঁ-এর মাধ্যমে সিপা থেকে নেওয়া ছবিগুলি গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের নথিভুক্তকরণের জন্য ন্যায্য-ব্যবহার সম্পাদকীয় বিধানের আওতায় পুনরুৎপাদন করা হয়েছে, যেখানে জানা গেছে সেখানে কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার

জেনারেটিভ এআই শুধুমাত্র অনুবাদের খসড়া এবং সূত্র-উদ্ধৃত উপাদানের কপি-সম্পাদনার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই সাইটে এআই-নির্মিত কোনো উদ্ধৃতি, ছবি বা পরিচয় নেই। প্রতিটি তথ্যের জন্য মানব-পরীক্ষিত প্রাথমিক সূত্র রয়েছে।

সংশোধন নীতি

ত্রুটিগুলি নিশ্চিত হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সংশোধন করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী (ভুল নাম, ভুল মৃত্যুর কারণ, ভুল তারিখ) প্রভাবিত পৃষ্ঠার নীচে লিপিবদ্ধ করা হয়। ইমেল করুন corrections@iranholocaust.org-এ।

অ্যাক্সেসযোগ্যতা

সমস্ত পৃষ্ঠা WCAG 2.2 AA কনট্রাস্ট এবং গতি-হ্রাস লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করে, একটি মুদ্রণযোগ্য পোস্টার সংস্করণ সরবরাহ করে এবং একবার দেখার পর অফলাইনে কাজ করে।

ডেটাসেট

- **নাম উল্লেখ করা ভিকটিমগণ** — iranholocaust.org/data/victims.json
- **সময়রেখা, ১৯৭৯-২০২৬** — iranholocaust.org/data/timeline.json
- **মূল তথ্যসমূহ** — iranholocaust.org/data/key-facts.json
- **নাম উল্লেখ করা সত্তাসমূহ** — iranholocaust.org/data/entities.json
- **উৎস উল্লেখসমূহ** — iranholocaust.org/data/citations.json
- **তুলনামূলক নৃশংসতার ডেটা** — iranholocaust.org/data/comparison.json

উদ্ধৃতি: iranholocaust.org, “দ্য ক্রিমসন উইন্টার: ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানে ২০২৫-২৬ সালের বিদ্রোহের দমন” (09 September 2026)। https://iranholocaust.org/report.pdf। লাইসেন্সপ্রাপ্ত সিসি বাই ৪.০।